‘নেট জিরো’র লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পৌঁছে দিতে ব্যয়বহুল প্রযুক্তি বিক্রির নকশা তৈরি হচ্ছে

জলবায়ু সম্মেলন না কি ব্যবসায়িক লেনদেন?

সিওপি২৮’এর সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে আগে থেকেই সন্দেহ ছিল, কিন্তু তা যে এত ব্যর্থ হবে, ভাবা যায়নি। দুবাইয়ের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন থেকে ফিরে লিখছেন **দীপায়ন দে**

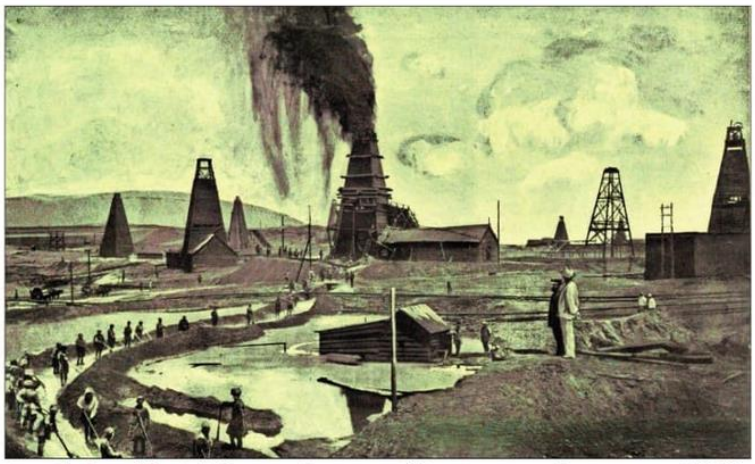

‘হোয়্যার ইট রেইনস পেট্রোলিয়াম’। সিওপি২৯ আজারবাইজানে, যাদের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন আকরিক তেল *উইকিপিডিয়া*

আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ২৮তম জলবায়ু সম্মেলন থেকে ফিরে এলাম। এই সম্মেলন যদি পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সম্মেলন না হয়ে ব্যবসায়িক বদবুদ্ধির মিলনমেলা হতো তা হলে বলতাম এটা সফল হল। আসলে, এই ২৮তম সম্মেলনের গোড়া থেকেই সারা বিশ্বব্যাপী একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে তেলের উপর বসে তেলির বিরুদ্ধাচরণ করা খানিকটা জলে থেকে কুমিরের সাথে লড়াইয়ের মতো। সেটা যে সত্যি হবে, ভাবিনি। অবশ্য, সংগঠনকারী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ঘাড়ে এই সফল ভাবে বিফলে যাওয়া সম্মেলনের সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কিছুটা বিশ্লেষণ নিশ্চই দরকার। তার কারণ, সার্বিক ভাবে যে প্রেক্ষাপটে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে এই বিফলতার দায় প্রত্যেকের।

শুধুই অপ্রাপ্তি

বিগত জলবায়ু সম্মেলনে কী পেয়েছিলাম এবং এই সম্মেলনে কি চেয়েছিলাম, তা যদি একবার ফিরে তাকিয়ে দেখি তা হলে বলা যায় মূলত এবার উদ্দেশ্য ছিল, প্যারিস সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর অগ্রগতির একটা পুনর্মূল্যায়ন এবং জীবাশ্মজাত জ্বালানি হ্রাসে সর্বসম্মতি। এ ছাড়াও, চেয়েছিলাম বিশ্ব উষ্ণায়নে ক্ষয়ক্ষতির প্রতিরোধক হিসেবে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল সংগ্রহে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে, যাতে কিনা বিশ্বের নির্গমন মাত্রাকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বন্দি করতে পারি।

সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের রাজনৈতিক প্রধানরা এসে পৌঁছন এবং তাদের দিগ্‌নির্ণয়ের পরিকাঠামোটি উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে এই সব দেশেরই আমলারা মাথা ঠোকাঠুকি করে একটা সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা করলেন যাকে আমরা পরোক্ষে বলে থাকি ‘ক্লাইমেট নেগোসিয়েশন’। আসলে, এটা একটা চুক্তি এবং সেটা কখনওই পরিবেশ সংরক্ষণ বা জলবায়ু সংক্রান্ত কিছুর জন্য নয়, সেটা জলবায়ুর নামে শুধুমাত্র আর্থিক এবং ব্যবসায়িক কিছু ধান্দাবাজি যা কিনা একে অপরের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করবে। সেখানে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন বা ব্যবহারের বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাবে সবাই। এটা জানা।

এটা কিছুটা অতিকথন মনে হলেও, বিষয়টা সত্যি। তাই খুব সাধারণ ভাবে কিছু কথা উত্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি যাতে জনগণের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। সিওপি ২৮-এ থাকাকালীন একটা সমীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাতে দেখা গিয়েছিল যে বিশ্বের নির্গমন মাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বা জীবাশ্ম জ্বালানি ক্রমশ হ্রাস করার পন্থাগুলি নিয়ে আলোচনায় সাফল্য এসেছে মাত্র ৫%, প্যারিস সম্মেলনের পরে অগ্রগতির মূল্যায়ন প্রায় হলই না এই সম্মেলনে এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দ ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল আদপে রয়ে গেল অধরা। তা হলে হলটা কী?

পুঁজির খেল

স্টক মার্কেটের বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই সম্মেলনে এক চোখে তাকিয়ে আছেন মূলত কয়েকটি বিষয়ের দিকে, যার প্রথমটি হল ‘এনার্জি ট্র্যানজিশন প্যাকেজ’। একটু বুঝিয়ে বলি। রিনিউয়েবল এনার্জি, যা কিনা সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তির থেকেই প্রধানত পাওয়া যায়, তাকে আমাদের ব্যবহারিক বৈদ্যুতিক গ্রিডে সংযুক্ত করতে গেলে সেই বৈদ্যুতিক গ্রিডকে প্রযুক্তিগত ভাবে অনেক উন্নত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন প্রায় ১.৪ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিমাণ অর্থ উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে নেই। আছে একমাত্র জীবাশ্ম জ্বালানি-সম্পৃক্ত দেশ এবং কয়েকটি উন্নত দেশের কাছে। খবরে প্রকাশ যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ওমান, মিশর ও চিন এই গ্রিড উন্নতিকরণে ইতিমধ্যেই পুঁজি নিবেশ করে ফেলেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রিনিউয়েবল এনার্জি-র সপক্ষে থেকেও তাতে সামিল হতে পারেনি, তার কারণ, এর জন্য যে নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে তারা এখনও প্রস্তুত নয়। পূর্বোক্ত দেশগুলি অবশ্য এই নীতিমালার ধার ধারে না, তাই গ্লোবাল ক্লিন এনার্জি ইনডেক্স প্রায় ২৮ শতাংশ নেমে এলেও কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যারা এই উন্নতমানের গ্রিড স্থাপনে দক্ষ, তাদের শেয়ারের মূল্য রাতারাতি প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম ফ্রান্সের স্নেইডেন ইলেকট্রিক কোম্পানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাবল কোম্পানি। সিওপি চত্বরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যে, এবার বাংলাদেশ এবং ভারতে নির্বাচনের পর পছন্দের সরকার বহাল থাকলে ২০২৪ সালে গ্রিড উন্নতিকরণে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার পুঁজি নিবেশ করবে ফ্রান্স এবং স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলি।

◀ উপেক্ষিত। জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাস নিয়ে আলোচনায় সাফল্য মাত্র ৫%

মজার বিষয় হল, ২০২৪ এমন একটা বছর যখন প্রায় সারা বিশ্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভারত ছাড়াও ইউএসএ, বাংলাদেশ, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, সাউথ আফ্রিকা, জাপান, এবং রাশিয়া, এই সমস্ত দেশেই সাধারণ নির্বাচন আগামী বছর। আর তার পরের বছর ক্যানাডা আর ব্রিটেনে। তাই জলবায়ু সঙ্কটের আড়ে সকলেই নজর দিচ্ছেন ভোট ব্যাঙ্ক এবং নির্বাচনী তহবিল জোগাড়ে। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই বোঝা যায় সে কথা। যেমন ধরা যাক, ছোট দ্বীপপুঞ্জের দুর্যোগ সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতির প্রশমনের জন্য ধার্য করা হয়েছে প্রায় ২৬০ মিলিয়ন ইউএস ডলার যার সবটাই ব্যয় করা হবে পরিকাঠামো উন্নয়নের খাতে এবং এই কাজে নিযুক্ত হবে সেই সব কোম্পানিগুলি যারা কিনা উন্নত দেশের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এটাও আর একটা নজরদারির বিষয়। এ এক নতুন বৈষম্যবাদ যেখানে দারিদ্র এবং ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ব্যবসা করতে একটা সুবিধাবাদী বিশ্ব জন্ম নিচ্ছে। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিশ্বেরও ওপারে, যেখানে সুযোগ আর সুবিধার ‘ডিল’ ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। সুযোগের কথায় আরও একটা বিষয় আলোচনা করি। যে জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে এই আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে এত হইহল্লা, প্রতিবাদ, প্রদর্শন, কথা ছোড়াছুড়ি, সেই আগামী জলবায়ু সম্মেলন, অর্থাৎ সিওপি২৯ সংগঠিত করবার সুযোগ মিলেছে যে দেশের, তার জিডিপি-র ৯২.৫% আসে আকরিক তেল বিক্রি থেকে। সে দেশের নাম আজারবাইজান। শোনা যায় সে দেশে মানবাধিকার নামক বস্তুটি নাকি প্রায় নেই বললেই চলে। এই আজারবাইজান এবং গ্রিস থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি সংগ্রহ করবার জন্য ইতিমধ্যেই সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়া ১৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন বিছিয়ে ফেলেছে, কারণ ইউক্রেন যুদ্ধের পর জ্বালানি গ্যাসের জন্য তো আর রাশিয়ার ওপর নির্ভর করা যায় না। না যায় রিনিউয়েবল এনার্জি-র উপর নির্ভর করে দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ, জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসের লাগামটি রয়েই গেল জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশের হাতে। এও এক অদ্ভুত প্রহসন। পেট্রোলিয়াম রফতানিকারক দেশগুলির সংগঠন ওপেক যে চিঠি পাঠিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে তাতে বেশ ধমকের সুরেই তারা লিখেছে, ‘দূষণ নিয়ে কথা হোক, আপত্তি নেই, কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে কোনও আলোচনা এই সম্মেলনে আকাঙ্ক্ষিত নয়’। সম্মেলনের ২৮ বছরের ইতিহাসে এমনটা এই প্রথম।

খুড়োর কল

এখন চিন্তার বিষয় হল যে, নেট-জিরো লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার ‘খুড়োর কল’ দেখিয়ে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এবার বাধ্য করা হবে ব্যয়বহুল প্রযুক্তি কিনতে। যে প্রযুক্তি সেই দেশগুলিতে ব্যবহারযোগ্যই নয়। এইবারের জলবায়ু সম্মেলনে জাপানের প্যাভিলিয়ন প্রদর্শনীতে দেখা গেল দু-মিনিটে রিচার্জ করা যায় এমন বৈদ্যুতিক যান, এবং সেই সঙ্গে সহজে হাইড্রোজেন জ্বালানি প্রস্তুত করার আদর্শ প্রযুক্তি। যখন প্রশ্ন করলাম যে এই বৈদ্যুতিক যান কোন বিদ্যুতে চলবে? সেই বিদ্যুৎ তো আসলে জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর। তখন কোনও সদুত্তর পেলাম না। যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে হাইড্রোজেন জ্বালানি প্রস্তুত করবার জন্য প্রয়োজনীয় জলের যা গুণমান, সেই জল তো প্রাথমিক ভাবে বিকাশশীল দেশগুলিতে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন, তা হলে কী ভাবে এই নতুন প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে? তা হলে কি পরোক্ষে এই দেশগুলি জীবাশ্ম জ্বালানির ওপরই নির্ভর করে থাকবে? এ প্রশ্নেরও কোনও সদুত্তর পাইনি। সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য বা সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল প্রণীত হয়েছিল সারা বিশ্বের জন্য। কিন্তু নেট-জিরো— যার-যার তার-তার। প্রতিটি দেশ তাদের নিজেদের নেট জিরো লক্ষ্য নির্ধারিত করেছে নিজেদের সুবিধামত। এ ক্ষেত্রেও এক ব্যাপক বৈষম্য চোখে পড়ে। প্রশ্ন ওঠে যে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশগুলো কি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে একঘরে করে, তাদের জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীল রেখে, নিজেরা নিজেদের নেট-জিরো লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে নির্বারিত সময়ের আগেই? যাতে কিনা ক্ষয়ক্ষতির তুল্যমূল্য নির্ধারণের সময় সেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর নির্গমন মাত্রাকে সামনে ঝুলিয়ে রেখে আর্থিক অনুমোদন থেকে তাদের বঞ্চিত করা যায় সহজেই? তা হলে এ এক অভিনব রাজনীতি, এক জঘন্য চক্রান্ত যার পরিশেষে পড়ে থাকে বিফল জলবায়ু সম্মেলনের ধূসর পাণ্ডুলিপি আর বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে জর্জরিত অসহায় দরিদ্র কিছু মানুষ।

লেখক সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট-এ রিসার্চ ও প্ল্যানিং বিভাগের প্রধান